

# **■** সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৯৫

২/ সালাত (নামায) (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ২. নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে

باب الْمُوَاقِيتِ

### আরবী

حدَّثنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ سَائِلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلِّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ إِنَّ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَت صَاحِبِهِ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ وَالشَّمْسُ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ . وَهُو أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعُشِاءَ عِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ وَالشَّمْسُ عَلْ عَابَ الشَّقَقُ وَلَمْ اللَّهُ وَقَدْ اصِنْقَرَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ اصَنْقَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ اصَنْقَ وَقَد اصَنْقَرَتِ الشَّمْسُ وَقَدَ الطُهُرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلِّى الْعَصْرَ وَقَد اصَنْقَرَتِ الشَّمْسُ وَقَلْ الْمُعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَفِيبَ الشَّقَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى تُلُكِنُ اللَّهُ مُن مُوسَى عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلُمْ إِلَى شُطْرِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

#### বাংলা

৩৯৫. মুসাদ্দাদ ..... আবৃ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক প্রশ্নকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে কোন জবাব না দিয়ে বিলাল (রাঃ)-কে সুবহে-সাদকের সময় ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন যখন কোন মুসল্লী তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে (অন্ধকার থাকার ফলে) ভালভাবে চিনতে পারত না। অতঃপর তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে



সামান্য হেলার পরপরই অর্থাৎ দ্বিপ্রহয়ের সময় বিলাল (রাঃ)-কে যুহরের নামাযের জন্য ইকামত প্রদানের নির্দেশ দেন যখন কেবল দিনের অর্ধেক হয়েছে। অতঃপর সূর্য যখন উর্ধ্বাকাশে উজ্জল দেখা যাচ্ছিল সে সময় তিনি বিলালকে আসরের নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পরপরই তিনি বেলাল (রাঃ)-কে মাগরিবের নামাযের জন্য ইকামত দিতে বললে-তিনি ইকামত দেন।

অতঃপর পশ্চিমাকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার পর তিনি বিলাল (রাঃ)-কে এশার নামাযের ইকামত দিতে বললেতিনি ইকামত দেন। পরের দিন সকালে ফজরের নামায আদায় করে যখন আমরা প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমরা বলি-সূর্য উদয় হয়েছে না কি, অর্থাৎ ফজরের নামায সুর্যোদয়ের কিছু পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী দিন তিনি যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন- এদিন সেই সময় যুহরের নামায আদায় করেন, (অর্থাৎ যুহরের সর্বশেষ ও আসরের প্রারম্ভিক সময়ে)। অতঃপর পশ্চিমাকাশের সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন তিনি আসরের নামায আদায় করেন, এবং সূর্যান্তের পর পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার কিছু পূর্বে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করেন; এবং এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করেন।

অতঃপর তিনি বলেনঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? পূর্ববর্তী দিন ও পরের দিনে যে যে সময়ে নামায আদায় করা হয়েছে- তার মাঝেই রয়েছে (প্রারম্ভিক ও শেষ সময়) নামাযের ওয়াক্ত। (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, জাবের (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায কারও মতে রাতের তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর এবং অন্যদের মতে রাতের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করেন।

ইবনু বুরায়দা-তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## **English**

### Abu Musa reported:

A man asked the Prophet (ﷺ) [about the prayer times] but he did reply to him but he commanded Bilal, who made the announcement for the beginning of the time of the the fair prayer prayer when the dawn broke. He offered (the fair prayer) when a man (due to darkness) could not recognize the face of his companion; or a man could not know the person who stood by his side. He then commanded Bilal who made announcement for the beginning of the time of the Zuhr prayer when the sun had passed the meridian until some said: Has the noon come? While he (the Prophet) knew (the time) well. He the commanded Bilal who announced the beginning of



the time of the 'Asr prayer when the sun was white and high. When the sunset he commanded Bilal who announced beginning of the time of the Maghrib prayer. When the twilight disappeared he commanded Bilal who announced the beginning of the Isha prayer. Next day he offered the Fajr prayer and returned until we said: Has the sun rise? He observed the Zuhr prayer at the time he has previously observed the 'Asr prayer. He offered the 'Asr prayer at the time when the sun had become yellow or the evening had come. He offered the Maghrib prayer before the twilight had ended. He observed the Isha prayer when a third of the night had passed. He then asked: Where is the man who was asking me about the time of prayer. (Then replying to him he said): The time (of your prayer) lies within these two limits.

Abu Dawud said: Sulaiman b. Musa has narrated this tradition about the time of the Maghrib prayer from Musa from 'Ata on the authority of Jabir from the Prophet (ﷺ). This version adds: He then offered the Isha prayer when a third of the night had passed, as narrated (he said the Isha prayer) when half the night had passed.

This tradition has been transmitted by Ibn Buraidah on the authority of his father from the Prophet (ﷺ) in a similar way.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবু মুসা আল- আশ'আরী (রাঃ)

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন